পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র

যেখানে পণ্য আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে পণ্য নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে পুঁজি আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে পুঁজি নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে বেচা-কেনা আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে বেচা-কেনা নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে ব্যাংক-বীমা আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে ব্যাংক-বীমা নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে শ্রম শক্তির ক্রেতা আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে শ্রম শক্তির ক্রেতা নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে শ্রম শক্তির বিক্রেতা আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে শ্রম শক্তির বিক্রেতা নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে মজুরি দাসত্ব আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে মজুরি দাসত্ব নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে পুঁজিতন্ত্রী শোষণ আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে পুঁজিতন্ত্রী শোষণ নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে পরজীবী আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে পরজীবী নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে অর্থনৈতিক নৈরাজ্য আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে অর্থনৈতিক নৈরাজ্য নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে ব্যক্তিগত/কোম্পানী/ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে ব্যক্তিগত/কোম্পানী/ রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে পণ্য উৎপাদনের জন্য উপায় উপকরণ আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে পণ্য উৎপাদনের জন্য নয় বরং সমাজের জন্য সামগ্রী উৎপাদনের জন্য উৎপাদনের উপায় আছে, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে উত্তরাধিকার আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে উত্তরাধিকার নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে পুঁজিপতি শ্রেণী আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে পুঁজিপতি শ্রেণী নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে শ্রমিক শ্রেণী আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে শ্রমিক শ্রেণী নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে শ্রেণী আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে শ্রেণী নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে শ্রেণী স্বার্থ আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে শ্রেণী স্বার্থ নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে শ্রেণী শাসন আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে শ্রেণী শাসন নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে শ্রেণী সংগ্রাম আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে শ্রেণী সংগ্রাম নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে বেকারত্ব আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে বেকারত্ব নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে রাজনীতি আছে, সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে রাজনীতি নাই,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে পরজীবীতার জন্য কোনো ধরণের সংগঠন আছে, সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে পরজীবীতার জন্য কোনো সংগঠন নাই,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে স্বসশ্র বাহিনী আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে স্বসশ্র বাহিনী নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে সন্ত্রাসবাদ আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে সন্ত্রাসবাদ নাই, বরং ইহা চিন্তার অতীত, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে দাংগা আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে দাংগা নাই, বরং মানবজাতির মধ্যে প্রীতিকর সম্পর্ক বিদ্যমান,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে যুদ্ধ আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে যুদ্ধ নাই, বরং নীরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজমান, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে হত্যা সমেত সহিংসতা আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে হত্যা সমেত সহিংসতা নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে ধর্ষণ আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে ধর্ষণ নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা নাই, বরং সকলের ভালোবাসাপূর্ণ জীবনের জন্য ভালোবাসার জন্য আছে ভালোবাসা, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে জনতার মধ্যে সন্দেহ ও অনাস্থা আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কারো প্রতি কোনো সন্দেহ ও অনাস্থার প্রশ্ন উঠা অবান্তর, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে মিথ্যা আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে মিথ্যা নাই, বরং ইহা অপরিচিত শব্দ, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে প্রতারণা ও বিট্রে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কেউ কাউকে প্রতারণা ও বিট্রে করার প্রশ্ন অবান্তর,বরং সকলেই চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে বাস কওে,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে জালিয়াতি ও দূষণকরণ আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে জালিয়াতি ও দূষণকরণ নাই, বরং এই সকল বাজে বিষয় জনতার নিকট অজ্ঞাত, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে প্রাইরেসী আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে প্রাইরেসী নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি নাই, বরং এই সকল মন্দকাজ কল্পনার অতীত,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে অপরাধ আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে অপরাধ নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে শাস্তি , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে শাস্তি নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে অন্যায় আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে অন্যায় নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে দুর্নীতি আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে দুর্নীতি নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে ঘুষ ও বখশিশ আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে ঘুষ ও বখশিশের কোনো হেতুবাদ নাই,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে স্বজনপীতি ও পক্ষপাতিত্বের কোনো কারণ নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে মানব জাতির মধ্যে বিরোধ ও সংঘাত আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে মানব জাতির মধ্যে বিরোধ ও সংঘাতের কোনো হেতুবাদ নাই,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে মানব জাতির মধ্যে বৈরীতা আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো বৈরীতা নয়, বরং মানবজাতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও ভালোবাসাময় সম্পর্ক বিদ্যমান,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে নিছক ব্যক্তি স্বার্থপরতা আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে নিছক ব্যক্তি স্বার্থপরতা নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে ব্যক্তি-কেন্দ্রীকতা আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে ব্যক্তি-কেন্দ্রীকতা নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে সংকীর্ণতা আাছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে সংকীর্ণতা নাই, বরং সকলেই প্রশস্থ মানষিকতার সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে লোভ-লালশা আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে লোভ-লালশা নাই, বরং, সকলেই সকলের জন্য কাজ করে, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে অমানবিকতার বোধ আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো ধরণের অমানবিকতার বোধে নাই, বরং সকলেই পূর্ণ মানবিকতার বোধে সম্পন্ন, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে বেঁচে থাকার জন্য মানব জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয় বরং দুনিয়ার সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য প্রকৃতিকে বিজয় করার জন্য মানব জাতির মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে অনিশ্চয়তা আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে অনিশ্চয়তা নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে উদ্বেগ ও উন্মত্ততা আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে উদ্বেগ ও উন্মত্ততা নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে বিষাদগ্রস্ততা আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে বিষাদগ্রস্ততা নাই, বরং সর্বোত্তম আশার জন্য আশা আছে, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে বিচ্ছিন্নতাবোধ আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে বিচ্ছিন্নতাবোধ নাই, বরং ব্যবহারিকভাবে সকলেই অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে কোনো মানুষের প্রতি অবজ্ঞা আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কারো প্রতি কোনা অবজ্ঞা নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে অশান্তি আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো অশান্তি নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে দারিদ্রতা আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে দারিদ্রতা নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে মতাদর্শ আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো মতাদর্শ নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে মতবাদ, কল্পকথা ইত্যাদি আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো মতবাদ, কল্পকথা ইত্যাদি নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে দাসত্বের নিমিত্তে ব্যবহৃত কোনো শব্দ আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে দাসত্বের নিমিত্তে ব্যবহৃত কোনো শব্দ নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে অবৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যবহার আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে ব্যবহার করার জন্য কোনো অবৈজ্ঞানিক শব্দ নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে অবৈজ্ঞানিক ধারণা আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো অবৈজ্ঞানিক ধারণা নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে কোনো কথিত অসাধারণ মানুষ বা তথাকথিত মহান বীর বা যাজক ও পুরোহিত বা রাজা ও রাণী বা মাইথোলজিক্যাল লর্ড ও ঈশ্বরের নামে কোনো স্থান বা জলাশয় বা জ্যোতিষ বিষয়ক বিষয়ের নামাকরণ আছে, সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে তেমন কোনো অর্থহীন উপাদানের নামে কোনো স্থান বা জলাশয় বা জ্যোতিষ বিষয়ক বিষয়ের নাম নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে অস্বাস্থ্যকর খাবার ও অবৈজ্ঞানিক খাদ্যাভাস আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে অস্বাস্থ্যকর খাবার ও অবৈজ্ঞানিক খাদ্যাভাস নাই,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে অস্বাস্থ্যকর পোষাক আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো ধরণের অস্বাস্থ্যকর নয় বরং শরীরের ভারসাম্যপূর্ণ তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য পোষাক ব্যবহার করা হয়,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ আবাস আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ আবাস নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে পৃথিবীর বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে অধিবাসী আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে পৃথিবীর বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে কোনো অধিবাসী নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে সামাজিক উৎপাদনের জন্য পশ্চাৎপদ ও বাতিলযোগ্য যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ারাদি ব্যবহার করা হয়,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো ধরণের পশ্চাৎপদ নয় বরং সামাজিক উৎপাদনের জন্য অত্যাধুনিক ও পরিশীলত যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ারাদি ব্যবহার করা হয়,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে পশ্চাৎপদ যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো পশ্চাৎপদ নয়, বরং সর্বাধুনিক যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা বিদ্যমান,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে পুঁজির শর্তে ও নিয়মে, এবং চাহিদা ও চাপে আবিস্কার ও উদ্ভাবন করা হয়,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে অমন সব বিষয় নয় বরং মৃত্যুকে প্রতিহত করে দেহ সমেত প্রকৃতিকে বিজয় করতে ও মানব জাতির জীবন মান উন্নতকরণের প্রয়োজণীয়তার তাগিদে আবিস্কার ও উদ্ভাবন করা হয়,সেখানে সমাজতন্ত্র।
যেখানে অবৈজ্ঞানিক ও পশ্চাৎপদ স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা বিদ্যমান ,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো অবৈজ্ঞানিক ও পশ্চাৎপদ নয় বরং সর্বাধুনিক স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা বিদ্যমান,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে ষ্টোমাকের জন্য কাজ করতে হয় দুদর্শা ও দুর্ভোগ সমেত বেঁচে থাকতে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে জীবনের জন্য কাজ করতে হয় আনন্দ ও ভালোবাসা সমেত সর্বাধুনিক ও আরামদায়ক জীবন যাপন করতে, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে ব্যবসা ও বাণিজ্যের জন্য খেলাধূলা করা হয়,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে ব্যবসা ও বাণিজ্যের নয় বরং, আনন্দ ও সুস্বাস্থ্যের জন্য খেলাধূলা করা হয়,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে ব্যবসা ও বাণিজ্যের জন্য শিল্প -সংস্কৃতির চর্চা করা হয়,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে ব্যবসা ও বাণিজ্যের নয় বরং, সৃষ্টি ও বিনোদনের শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা করা, সখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে অবৈজ্ঞানিক ও বিভিন্ন ধরণে বর্ষপঞ্জি আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো অবৈজ্ঞানিক নয় কিন্তু একটি সিংগেল বর্ষপুঞ্জি আছে,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে দাসত্বের সংস্কৃতি,প্রথা ইত্যাদি আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে দাসত্বের কোনো সংস্কৃতি,প্রথা ইত্যাদি নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে পূঁজা-অর্চনা আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো পূঁজা-অর্চনা নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে বিক্রি করার জন্য সেক্স আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে বিক্রি করার জন্য কোনো সেক্স নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে সেক্সিজম আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো সেক্সিজম নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে ভালোবাসা ও মিলনে প্রতিবন্ধকতা আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে ভালোবাসা ও মিলনে কোনো প্রতিবন্ধকতা নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে সমাজের বেসিক ইউনিট হচ্ছে পরিবার,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে পরিবার নয় তবে ব্যক্তি হচ্ছে সমাজের বেসিক ইউনিট,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে অবিচার আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো অবিচার নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে চিারের জন্য বিচারবমন্ডলী আছে , সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো বিচারকমন্ডলী নাই, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে বিভিন্ন ধরণের কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা নাই,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার নিমিত্তে মনুষ্য জাতীয় যন্ত্র উৎপন্নের শিক্ষা পদ্ধতি বিদ্যমান,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে প্রত্যেকের বৈজ্ঞানিক জীবনের জন্য বিজ্ঞান তথা সৃষ্টির নিয়ম বাচ্চারা সহ সমগ্র সমাজকে অবহিতকরণে একটি তথ্য পদ্ধতি বিদ্যমান তাই, বিজ্ঞান জানতে, বিজ্ঞান বৃঝতে, বিজ্ঞান গ্রাহ্য করতে ও বিজ্ঞান অনুশীলন করতে, তথ্য ব্যবস্থাটি কাজ করছে,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে বাচাচাদের বেড়ে উঠার জন্য বিভিন্ন ধরণের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে ভিন্ন ভিন্ন নয় বরং, সকল বাচ্চাদের সমান সুযোগ, সুবিধা ও সহজসাধ্যতা সুনিশ্চিতকরণে একটি সিংগেল আয়োজন বিদ্যমান,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে জাতি, বর্ণ, রং, ধর্ম, সেক্স ইত্যাদি দ্বারা মানব জাতির নানান পরিচতি বিদ্যমান,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে তেমন কোনো পরিচিত নয় বরং, মানব জাতি হিসাবে মানব জাতির একটিই মাত্র পরিচিতি,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে সাধারণ ও অসাধারণ মানুষ আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো সাধারণ ও অসাধারণ মানুষ নয়, বরং সকলেই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে নেতা ও অনুসরণকারী আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো নেতা নাই এবং কোনো অনুসরণকারী নাই, কিন্তু সকলেই আলোকিত ও সমানভাবে মর্যাদাবান, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে তদীয় কথিত গ্রেট মস্তিষ্ক হতে যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ও চিন্তা করতে কিছু গ্রেট চিন্তাবিদ আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে তথাকথিত তেমন ধরণের চিন্তাবিদ নাই, বরং সম্পর্কিত বিষয়ে বাস্তবতার তার ভিত্তিতে সকলেই তাদের মস্কিষ্ককে ব্যবহার করে চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে কাল্পনিকভাবে চিন্তা ও কাজ করার মতো বাস্তববৃদ্ধিবর্জিত ব্যক্তি আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে তেমন কোনো কাল্পনিক ও বাস্তববৃদ্ধিবর্জিত ব্যক্তি নয় বরং সকলেই ব্যবহারজ্ঞ,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে ভন্ড ও চতুর ব্যক্তি আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে তেমন কোনো বজ্জাত নয় বরং সকলেই সহজ ও সরল,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে যে যা করতে চায় তা তাকে করতে দিতে প্রতিবন্ধকতা আছে ,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো প্রতিবন্ধকতা নাই বরং, যেকোনো কিছু করতে সকলেই মুক্ত,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে কারো স্বাধীনতা সীমিতকরণে কোনো বিধান আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কারো স্বাধীনতা সীমতকরণে কোনো বিধান নাই বরং, মুক্তভাবে যে কোনো কিছু করতে সকলেই স্বাধীন,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে মানব জাতির মধ্যে বিভাজন আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে মানব জাতির মধ্যে কোনো বিভাজন নাই,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে মানব জাতির মধ্যে অসমতা আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে মানবজাতির মধ্যে কোনো অসমতা নাই,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে মানব জাতির মধ্যে বৈষম্য আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে মানবজাতির মধ্যে কোনো বৈষম্য নাই,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে রাজনৈতিক চৌহদ্দি আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো রাজনৈতিক চৌহদ্দি নাই,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে রাষ্ট্র আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো রাষ্ট্র নয়, বরং দুনিয়ার সকলের জন্য সকল সক্ষম ব্যক্তি কর্তৃক প্রয়োজনীয় সকল সামাজিক উৎপাদন সমন্বয় সাধন ও তথ্য অবহিতকরণে আছে সকলের দ্বারা গঠিত দুনিয়ার সকলের একটি সমিতি সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে রাষ্ট্র সমেত শ্রেণী হাতিয়ারদির বিনাশ হচ্ছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে ধ্বংস হওয়ার জন্য কোনো ধরণের শ্রেণী হাতিয়ার নাই,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে দেশ ও রাজনৈতিক সীমানা আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো দেশ ও রাজনৈতিক সীমানা নাই বরং সকল রাজনৈতিক পরিচিতি হতে পৃথিবীটা মুক্ত,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে জাতি ও জাতিয়তা আছে,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে কোনো জাতি ও জাতিয়তা নাই, বরং সকলেই হচ্ছে সম মর্যাদাবান মানুষ, সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে আছে একটি অবৈজ্ঞানিক সমাজ,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে এমন কোনো অবৈজ্ঞানিক নয়, বরং আছে একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ,সেখানে সমাজতন্ত্র।

যেখানে স্বাধীনতা নাই,সেখানে পুঁজিতন্ত্র।
যেখানে সকলের স্বাধীনতা আছে,সেখানে সমাজতন্ত্র।

উল্লেখ্য, পুঁজিতন্ত্র একটি বৈশ্বিক সমাজ, তদানুযায়ী, পুঁজিতন্ত্রের প্রতিস্থাপন সমাজতন্ত্রও একটি বৈশ্বিক সমাজ। নিশ্চিতভাবেই, পুঁজিতান্ত্রিক বৈরীতার পরিণতি অর্থাৎ দুনিয়ার শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধের ফলাফল হচ্ছে সমাজতন্ত্র। তাই, কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণী একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রকে বিজয় করবে, যে বিপ্লব স্থানীয় বা জাতীয় নয় বরং একটি বৈশ্বিক ঘটনা। সুতরাং, শুধু একা এক দেশে সমাজতন্ত্র সম্ভব নয়।

কিন্তু, চীন, ভিয়েতনাম ইত্যাদি সহ লেনিনবাদী রাষ্ট্রগুলো এবং ইউনিয়ন সোভিয়েত স্যোসালিস্ট রিপাবলিকের সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বহু গল্প বিরাজমান।

সন্দেহ নাই, পুঁজিতান্ত্রিক চরিত্র ও পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনী ব্যবস্থা সমেত মুজরী দাসদের শোষণ করে পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে পুঁজি পুঞ্জীভূত করতে লেনিন ও ট্রটস্কি, ষ্ট্রালিন সমেত লেনিনবাদী মোড়লদের নেতৃত্বে ও তাদের প্রতিষ্ঠিত বলশেভিক পার্টি দ্বারা পরিচালিত একটি সামরিক ক্যুদেতার মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাই, এটি ছিল রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের একটি রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে পুঁজিতন্ত্র।

সুতরাং, সেখানে সমাজতন্ত্র ছিল না।

অতঃপর, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য লেনিনবাদী রাষ্ট্রগুচ্ছে সমাজতন্ত্র বিষয়ক গল্পগুচ্ছ বানোয়াটি উদ্দেশ্য-প্রণোদীত রাজনৈতিক রটনা ছাড়া কিছুই না, তাই, সমাজতন্ত্র বিষয়ক এই সকল গল্পগুচ্ছ মিথ্যা, মেকি ও ভুয়া সুতরাং, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য লেনিনবাদীতে রাষ্ট্রগুচ্ছে সমাজতন্ত্র বিষয়ক গল্পগুচ্ছ কল্পকথা বৈ ইতিহাস নয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

(১)ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক প্রাক পুঁজিতন্ত্রী সমাজগুলোর বহু আজে-বাজে জঞ্জাল উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে বর্তমানে আই এম এফ কর্তৃক শাসিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রী সমাজ।

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ ও পুঁজিতন্ত্র বিজয় ও বিকাশে অতীতের সকল সমাজকে পরাজিত করেছে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ কিন্তু, কমিউনিস্ট মেসিফেস্টো প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ বুড়ো হয়েছিল।

সুতরাং, পুঁজিতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে যা আমি উল্লেখ করেছি তার বহু বিষয়াদি বিদ্যমান ছিল প্রাক-পুঁজিতন্ত্রী সমাজেও। কিন্তু, তার অর্থ এই নয় যে, পুঁজিতন্ত্রের বার্ধক্যেরকালে সামন্ততন্ত্র বা অর্ধ বা সেমি সামন্ততন্ত্র বিরাজমান। অবশ্যই, মরণাপন্ন অবস্থায় আছে পুঁজিতন্ত্র, তদানুযায়ী অক্ষম পুঁজিপতি শ্রেণী হচ্ছে খুবই প্রতিক্রিয়াশীল, তাই মন্দা অর্থাৎ অতি উৎপাদনের অতিরিক্ত ভারের অতিরিক্ত চাপে তারা উন্মত্ততায় ভোগছে এবং মন্দা-পুঁজিতন্ত্রের একটি অনিরাময়যোগ্য ব্যাধি; এবং

(2) বৈধ উত্তারাধিকারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করতে উত্তরাধিকারের সূচনা করেছিল দাস প্রভুরা। একই হেতুবাদে পুঁজিতন্ত্রও উত্তরাধিকারের পক্ষে। কিন্তু, শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক সংঘটিত একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্র অর্থাৎ সমাজ কর্তৃক উৎপাদন উপায়সমূহের মালিকানার মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলীন হওয়ারা মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে উদ্ভূত সকল আজে-বাজে আবর্জনাগুলো বিলীন হবে।

সুতরাং, সমাজতন্ত্র হচ্ছে মৃত ও অকার্যকর রাষ্ট্রগুলোর সংরক্ষক আই এম এফ, রাষ্ট্র সমেত ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে উদ্ভূত সকল প্রকার জঞ্জালাদি হতে মুক্ত।

পুনশ্চ:

সমাজতন্ত্র বিষয়ে বিজ্ঞান তথা সমাজতন্ত্র বিষয়ক নীতি-সূত্র, কার্য-কারণ ইত্যকার বিষয়াদি আবিস্কার, সূত্রায়ন ও ব্যখ্যা-বিশ্লেষণ করেছিলেন মার্কস ও এ্যাংগেলস। যদিচ, তাদের পূর্বেই সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম বিষয়ে কাল্পনিক চিন্তাভাবনার সাহিত্য নিতান্তই স্বল্প নয়। তাদের দু'জনের জীবৎদশায়ই কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো জাল করার নজির আছে। কিন্তু, লেনিন সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের দূষণ ও বিকৃত ঘটিয়ে তার স্বীয় মতবাদ -লেনিনবাদের প্রতিষ্ঠায় কেবল সমাজতন্ত্র নয় বরং পুঁজিতন্ত্র নিয়েও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন।
অতঃপর, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠাকালীন সময় হতে অদ্যাবদি সমাজতন্ত্রতো বটেই পুঁজিতন্ত্র বিষয়েও নানান ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি বিরাজমান।

অথচ, পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্রকে যথার্থভাবে না জেনে, না বুঝে পুঁজিতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন করার যেমন সুযোগ নাই, তেমন সমাজতন্ত্র বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করা অসম্ভব।

তাই, বিষাক্ত লেনিনবাদের খোলস ফাটিয়ে লেনিনদের বিশ্রী মুখচ্ছবির উন্মোচন করা কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনের জন্য অপরিহার্য্য । সে নিমিত্তে ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম কাজ করছে। তারই অংশ হিসাবে ‘ পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র’ শিরোনামে একটি নিবন্ধ আমি ইংরেজী ভাষায় লিখে নেটে প্রচার করি। বাংলা যাদের প্রথম ভাষা তাদের সুবিধার্থে ও তেমন কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে এই বাংলা ভার্ষণ।

ত্রুটি-বিচ্যুতি বা ভ্রান্তি চিহ্নিতকরণে পুঁজিতন্ত্র বিরোধীদের মতামত সাদরে আমন্ত্রিত। কিন্তু, কোনো ধরণের লেনিনবাদী ব্যাখ্যা বা মূল্যায়ন বিবেচনার অযোগ্য।

শাহ্ আলম
ঢাকা-০৮/০৮/২০১৪।

Published
INFORMATION CENTRE FOR WORKERS FREEDOM

Web-site: www.icwfreedom.org.
e-mail: whatandwhy2@hotmail.com>
icwfreedom@gmail.com
shahalam2012@facebook.com.
On line group:
https://www.facebook.com/groups/whatandwhy2/https://www.facebook.com/groups/What.Why/
https://www.facebook.com/groups/COMMUNIST.REVOLUTION.UNIVERSAL/
https://www.facebook.com/groups/forcommunism/
https://www.facebook.com/groups/COMMUNIST.PARTY.GLOBAL/
Page: https://www.facebook.com/www.icwfreedom.org
Mob: (880) +01715345006; and 01675216486.